দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে সাহসী, দৃঢ়, জনকেন্দ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য নিরসনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দারিদ্র্য বিমোচনে এবং বৈষম্য হ্রাসকরণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূল শ্রেণিভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ হলো: (ক) শিশুদের জন্য কর্মসূচি, (খ) কর্ম উপযোগী নাগরিকদের জন্য কর্মসূচি, (গ) বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা, (ঘ) প্রতিবন্ধিদের জন্য কর্মসূচি এবং (ঙ) ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচি। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগ ধারাবাহিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করে আসছে। এ খাতের কার্যক্রমসমূহের ভাতার হার ও উপকারভোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর বাজেটে এ বাবদ বরাদ্দের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৯৫,৬৮৩.০০ কোটি টাকা, যা চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৭,৬১৪.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৭.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩.১১ শতাংশ। সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে আগামী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১২.৩ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি

অবহেলিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি কল্পে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৯৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছর হতে কার্যক্রমে উপকারভোগীর কভারেজ বিদ্যমান 'বয়স্ক ভাতা' নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য শতভাগ বয়স্ক মানুষকে অতি উচ্চ ও উচ্চ দারিদ্র্যভুক্ত গ্রুপের আরও ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এতে করে ৮ লক্ষ জন নতুন উপকারভোগী যোগ হয়েছে এবং এ খাতে ৪৮১ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৩,৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ২০.৩৬ শতাংশ। জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৮-৯৯	১০০/-	৪.০৪	৪৮.৫০
২০০১-০২	১০০/-	৪.১৭	৫০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১৬.০০	৩৮৪.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২২.৫০	৮১০.০০
২০১৮-১৯	৫০০/-	৪০.০০	২৪০০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	৪৪.০০	২৬৪০.০০
২০২০-২১	৫০০/-	৪৯.০০	২৯৪০.০০
২০২১-২২	৫০০/-	৫৭.০১	৩৪৪৪.৫৪

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম

চলতি অর্থবছরে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম অতি উচ্চ ও উচ্চ দারিদ্রভুক্ত গ্রুপের আরও ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এতে করে মোট ২৪.৭৫ লক্ষ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ২০.৫০ লক্ষ জন। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণও আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৬৫.৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১,৪৯৫.৪০ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ১,২৩০ কোটি টাকা। ১৯৯৯-০০ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ২০.৪৪ শতাংশ। প্রতি দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৯-০০	১০০/-	২.০৮	২৫.০০
২০০২-০৩	১২৫/-	২.৬৭	৪০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	৬.৫০	১৫৬.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	৯.২০	৩৩১.২০
২০১৪-১৫	৪০০/-	১০.১২	৪৮৫.৭৬
২০১৮-১৯	৫০০/-	১৪.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	১৭.০০	১০২০.০০
২০২০-২১	৫০০/-	২০.৫০	১২৩০.০০
২০২১-২২	৫০০/-	২৪.৭৫	১৪৯৫.৪০

দরিদ্র মা'দের মাতৃত্বকালীন ভাতা

২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলতঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র মা'দের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হতো। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া, ভাতা প্রদানের মেয়াদও ২৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ মাস করা হয়েছে। বর্তমানে ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা ৭.৭০ লক্ষ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৭৫৩.৯৭ কোটি টাকা, বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ৭৬৪.৩৯ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। ২০০৭-০৮ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩১.২৪ শতাংশ। মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৭-০৮	৩০০/-	০.৪৫	১৭.০০
২০০৯-১০	৩৫০/-	০.৮০	৩৩.৬০
২০১৪-১৫	৫০০/-	২.২০	১৩২.০০
২০১৮-১৯	৮০০/-	৭.০০	৬৯৩.০০
২০১৯-২০	৮০০/-	৭.৭০	৭৬৩.২৭
২০২০-২১	৮০০/-	৭.৭০	৭৫৩.৯৭
২০২১-২২	৮০০/-	৭.৭০	৭৬৪.৩৯

কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস শিল্প এলাকা এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। ইতঃপূর্বে একজন মা মাসে ৫০০ টাকা করে ২৪ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পেতেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ভাতার পরিমাণ ও মেয়াদ দুটোই বৃদ্ধি করা হয়েছে। একজন মা মাসে ৮০০ টাকা করে ৩৬ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পান। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে ২৭০.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বর্তমানে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২.৭৫ লক্ষ। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে ২৭৬.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১০-১১ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ২২.৩৮ শতাংশ। কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমান নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	৩৫০/-	০.৬৮	৩০.০০
২০১৪-১৫	৫০০/-	১.০০	৬০.০০
২০১৮-১৯	৮০০/-	২.৫০	২৪৮.৫০
২০১৯-২০	৮০০/-	২.৭৫	২৭৩.১১
২০২০-২১	৮০০/-	২.৭৫	২৭০.৭৯
২০২১-২২	৮০০/-	২.৭৫	২৭৬.৭৫

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা মাসিক ১২ হাজার টাকা থাকে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে। ফলে এ খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১ হাজার ৯২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত Management Information System প্রস্তুত করে G2P প্রক্রিয়ায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় সব মুক্তিযোদ্ধাদের G2P পদ্ধতিতে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, একই হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতার পাশাপাশি ২ হাজার টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ২,৮৮০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বেড়ে ৪,৬৫৩.৩৫ কোটি টাকা হয়েছে। ২০০১-০২ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩৩.২২ শতাংশ। এ কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০১-০২	৩০০/-	০.৪২	১৫.০০
২০০৬-০৭	৫০০/-	১.০০	৬০.০০
২০০৮-০৯	৯০০/-	১.০০	১০৮.০০
২০০৯-১০	১৫০০/-	১.২৫	২২৫.০০
২০১০-১১	২০০০/-	১.৫০	৩৬০.০০
২০১৩-১৪	৩০০০/-	২.০০	৭২০.০০
২০১৪-১৫	৫০০০/-	২.০০	১২০০.০০
২০১৮-১৯	১০০০০ /-	২.০০	৩৩০৫.০০
২০১৯-২০	১২০০০/-	২.০০	৩৩৮৫.০৫
২০২০-২১	১২০০০/-	২.০০	২৮৮০.০০
২০২১-২২	২০০০০/-	২.০০	৪৬৫৩.৩৫

অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধিদের অনগ্রসরতা, অসহায়ত্ব, বেকারত্ব ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। সর্বশেষ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ি ২ লক্ষ ৮ হাজার জন নতুন ভাতাভোগী যুক্ত করে ২০২১-২২ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ ৮ হাজার জনে উন্নীত করে এ বাবদ ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অস্বচছল প্রতিবন্ধিদের ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৫-০৬	২০০/-	১.০৪	২৫.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১.৬৭	৪০.০০
২০০৭-০৮	২২০/-	২.০০	৫২.৮০
২০০৮-০৯	২৫০/-	২.০০	৬০.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২.৬০	৯৩.৬০
২০১০-১১	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১১-১২	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১২-১৩	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১৩-১৪	৩০০/-	৩.১৫	১৩২.১৩
২০১৪-১৫	৫০০/-	৪.০০	২৪০.০০
২০১৫-১৬	৫০০/-	৬.০০	৩৬০.০০
২০১৬-১৭	৬০০/-	৭.৫০	৫৪০.০০
২০১৭-১৮	৭০০/-	৮.২৫	৬৯৩.০০
২০১৮-১৯	৭০০/-	১০.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৭৫০/-	১৮.০০	১৪২৮.৭৫
২০২০-২১	৭৫০/-	১৮.০০	১৬২০.০০
২০২১-২২	৭৫০/-	২০.০৮	১৮২০.০০

অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং মোট বরাদ্দ ধাবরাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১.০৪ লক্ষ প্রতিবন্ধিকে ২০০.০০ টাকা হারে ২০০৫-০৬ সালে ভাতা প্রদানের জন্য ২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০০৯-১০ সালে উক্ত ভাতা বৃদ্ধিপূর্বক ৩০০.০০ টাকা করা হয় এবং ২.৬০ লক্ষ প্রতিবন্ধিকে প্রদানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিপূর্বক ৯৩.৬০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০১৪-১৫ সালে ভাতার হার বৃদ্ধিপূর্বক ৫০০.০০ টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪.০০ লক্ষ ও মোট বরাদ্দ ২৪০.০০ কোটি টাকা করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জনপ্রতি ভাতার হার ৭৫০.০০ টাকা করা হয় এবং একইসাথে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৮.০০ লক্ষে উন্নীত করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১,৬২০ লক্ষ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১৮.০০ লক্ষ জন। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০.০৮ লক্ষ করা হয়েছে এবং মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৮২০.০০ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩০.৭৩ শতাংশ।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও বর্তমান সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ০.১৩ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ৪৫০.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে ০.১৩ লক্ষ উপকারভোগীকে ৪৪৬.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রতিবন্ধি ছেলেমেয়ে যাতে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয় এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ‘প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচি’ চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ৯০ হাজার জন হতে বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয় । ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১,৩০০ টাকা হারে ১ লক্ষ উপকারভোগীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং মোট বরাদ্দ করা হয় ৯৫.৬৪ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরেও উপকারভোগীর সংখ্যা ১.০০ লক্ষ এবং মোট বরাদ্দ ৯৫.৬৪ কোটি টাকা।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট

সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকার সহায়তা করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,০০৩টি বেসরকারি এতিমখানায় ১ লক্ষ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য জনপ্রতি ২,০০০ টাকা হিসেবে ২৪০.০০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট) প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ১.০২ লক্ষ এতিমখানা নিবাসীকে ২৫৪.৪০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা

‘হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা’ শীর্ষক কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়, হিজড়া এবং দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে এ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল

৪৬.৩১ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ০.৮৬ লক্ষ। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে

হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উপবৃত্তি

'হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উপবৃত্তি' শীর্ষক কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ২৬.৩৫ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ০.২৭ লক্ষ। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও এ খাতে বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে। এছাড়া, এসব সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের সরকার উপবৃত্তি প্রদান করছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,২০০ টাকা করে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দেশের চা বাগানসমূহে কর্মরত শ্রমিকরা বছরে প্রায় ৩-৪ মাস বেকার থাকে। এ সময় তাদের কোন কাজ না থাকায় তারা অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় দিনযাপন করে থাকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এ কর্মসূচিটি চালু করে। বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় ৫০ হাজার শ্রমিককে বছরে একবার এককালীন ৫ হাজার টাকা হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পূর্বে এই কর্মসুচির আওতায় ৫ হাজার টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হত। ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ০.৫০ লক্ষ শ্রমিকের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে অপরিবর্তিত আছে।

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ৬টি আদি পেশা যেমন: কামার, কুমার, নাপিত, মুচি, বাশঁ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী ও কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারীদের নিয়ে কাজ করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক পেশাজীবী গোষ্ঠীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কাজে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা। এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ঃ সফটস্কিলস (উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ) ও এপ্রেন্টেসসীপ প্রশিক্ষণ। সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ২৩,৩৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ২০টি জেলার ১০২টি উপজেলা/পৌরসভা ২৩,৩৪৩ জনের প্রশিক্ষণের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ১৮,০০০ টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবছরে ০.০৬ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য বরাদ্দ ছিল ১৫.০০ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বরাদ্দ কমে হয়েছে ৭.২৭ কোটি টাকা কিন্তু উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ০.৩০ লক্ষ জন।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে ০.৭৯ লাখ মে. টন চাল ও ২.১৬ লাখ মে. টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয় ৯৪৮.৯৭ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ১,০১৯.৮৬ কোটি টাকা হয়েছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ২,২৭৬.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে কাবিখা'তে এ বরাদ্দ ৮০৯.৩০ কোটি টাকা এবং কাবিটা'তে এ বরাদ্দ ১,৫০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্র্যান্ডিং 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' চালু করা হয়। এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হত দরিদ্র পরিবারকে (বিধবা, বয়স্কা, পরিবার প্রধান নারী, নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবার প্রধানকে

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১০ টাকা কেজি দরে এ কর্মসূচির তালিকাভুক্ত পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ,২০২১ পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে ৪.৮৭ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২,৮৯১.০৪ কোটি টাকা আর উপকারভোগী ছিল ৬২.৫০ লক্ষ জন। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে ৬২.৫০ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ২,৯৪৫.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভিজিএফঃ সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। এর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০০,০৬৮.৬৯ মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৯৪১.১৫ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ১,৪৫৫.৫৪ কোটি টাকা।

টিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি নগদ অর্থ হিসেবে টিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ২,৩২৪.৫৯ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ১,৪৫০.০০ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩.৬৯ লক্ষ জন।

জিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য হিসেবে জিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ২৪২.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫৯০.৭৫ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি; (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা; এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০২০-২১ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের (১৯.১৮ লক্ষ জন) কর্মসংস্থানের জন্য ১,৬৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ও উপকারভোগীর সংখ্যা অপরিবর্তিত আছে।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় কার্যক্রমঃ

করোনাভাইরাসের ফলে অর্থনৈতিক স্থবিরতাজনিত কারণে সাময়িক দারিদ্র্য দূরিকরণে সরকারি প্রণোদনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতা এবং প্রতিবন্ধি ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫ লক্ষ ০৫ হাজার জন বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতি উচ্চ ও উচ্চ দারিদ্রভুক্ত গ্রুপের আরও ১৫০টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিগত ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে যে সকল নিম্ন আয়ের মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কর্মহীন হয়ে পড়ে তাদেরকে সহায়তার জন্য 'নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান' কর্মসূচি চালু করা হয়। করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫ লক্ষ নিম্ন আয়ের পরিবারকে পরিবার প্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা করে মোট ৮৮০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। করোনার তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষ যাতে আর্থিকভাবে কষ্ট না পায়, সে জন্য এবছর ঈদুল ফিতরের আগে একইভাবে ৩৫ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নগদ ২ হাজার ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের কারনে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাউল, ব্রান (নগদ) ও শিশু খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মানবিক সহায়তা হিসেবে দেশব্যাপী মোট ৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ১ লক্ষ মেট্রিক টন গম বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয় করা হয়েছে। গৃহহীন মানুষের জন্য সারাদেশে ৮১,৬৪৩টি গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৬৬,৮৯৮টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৩,২২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ ও চারা বিতরণ, সার ও সেচে ভর্তুকির জন্য ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

করোনাকালীন সময়ে সরকারি সহায়তা

ভিজিএফ এর ত্রাণ বিতরণ